দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ৪ ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপরিধি কমছে

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তারা শুরু করেছে সরকার। এর অংশ হিসাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ১ হাজার ৮শ কলেজ ছয় বিভাগের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ন্যস্ত করা হচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এ দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণে সরকারকে সুপারিশ প্রদানের জন্য গঠিত ১১ সদস্যের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির প্রথম বৈঠক গতকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠক শেষে কমিটির আহবায়ক ও ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা হবে। এখানে পিএইচডি, এমফিলসহ উচ্চতর ডিগ্রী প্রদান করা হবে। তিনি আরো বলেন, এ লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে অধিভুক্ত কলেজগুলোর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হচ্ছে। অবশ্য প্রথম ধাপে সব কলেজকে এ ব্যবস্থার মধ্যে আনা সম্ভব হবে না বলে তিনি জানান।

গতকাল অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সরকারের কাছে আরো এক মাস সময় চাওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী কমিটি আগামী ৭ মে সরকারের কাছে সুপারিশ পেশ করবে। সরকার প্রথমে কমিটিকে ১৫ দিন সময় দিয়েছিল। ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চাইলে তাদের অধীনে কয়েকটি কলেজ রাখতে পারবে। আগামী বৈঠকে কোন কলেজগুলো কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের (২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের

(২০ পৃঃ পর)

অধীনে যাবে তা নির্ধারণ করা হবে।

সূত্র জানায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোকে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেয়া হলে আইনি জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা হবে। এ ব্যাপারেও কমিটি সরকারের কাছে সুপারিশ পেশ করবে বলে জানা গেছে। এই কমিটি প্রথমত ৫ ধরনের কাজ করবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন, এ লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান আইনে কি ধরনের সংযোজন ও সংশোধন হবে সে সম্পর্কে সুপারিশমালা প্রণয়ন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কলেজের তালিকা তৈরি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যেসব কলেজ রাখা হবে তার তালিকা তৈরি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরে করণীয় নির্ধারণ।

সূত্র আরো জানায়, সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, শাহজালাল এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১ হাজার ৮শ কলেজ চলে যাবে। ঢাকা বিভাগের অধীনস্থ কলেজগুলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলোকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিভাগের কলেজগুলোকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিভাগের কলেজগুলোকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট বিভাগের কলেজগুলোকে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বরিশাল বিভাগের কলেজগুলোকে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেয়া হবে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯২ সালে জাতীয় সংসদে পাস হওয়া এক আইনের বলে তৎকালীন বিএনপি সরকারের আমলে যাত্রা শুরু করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজ পর্যায়ে অনার্স, ডিগ্রি এবং মাস্টার্স প্রোগ্রাম পরিচালনা এবং উপযুক্ত ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, কলেজগুলোর শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলেও বহুদিন ধরে নিজস্ব আইনের বাইরে গিয়ে পরিচালিত হয়ে এটি নিয়ম-বিধি সংঘনকারী একটি বোর্ডে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে এ পর্যন্ত ছয়জন উপাচার্য নিয়োগ পেলেও মাত্র একজন তার মেয়াদ পূর্ণ করতে পেরেছেন।

গতকাল অনুষ্ঠিত বৈঠকে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভিসি, ইউজিসি সচিবসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।